- 4 MAY 2017

পানির সমস্যা সমাধানের দাবিতে সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে সড়ক অবরোধ করে।

ছবি : কালের কণ্ঠ

পানিতে পেরেশান!

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বারবার নামছে রাস্তায়

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পানি সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা বারবার রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেও সুফল পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরবরাহ করা পানিতে ময়লা আর বালু আসায় তা আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারছে না। সাম্প্রতিক সময়ে সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠেছে ছাত্রীদের চারটি আবাসিক হলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে শ্রাবণী চক্রবর্তী নামের এক শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'ডিয়ার ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ, হলে ঠিকমতো পানির সাপ্লাই দেন, নয়তো ভার্সিটি ছুটি দিয়ে দেন।' আরেক ছাত্রী মৌমিতা সাহা লিখেছেন, 'পানির অভাবে না খেয়ে, না খেয়ে শুঁটকি হয়ে মরে যাব মনে হয়।' কয়েক দিন পর পর পানির জন্য আন্দোলন চললেও প্রশাসন সমস্যা নিরসনে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

জানা গেছে, হলে পানি না থাকায় গত ২১ এপ্রিল শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব হলের সামনের রাস্তা অবরোধ করে ছাত্রীরা। ওই হলের শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, হলের প্রায় ৯০০ শিক্ষার্থী পানির অভাবে গোসল, খাওয়া-দাওয়া কিছুই করতে পারছে না। দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে শিক্ষাজীবন। আন্দোলনের পর বিকল্প পানির ব্যবস্থা করা হলেও সেটি কার্যকর হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওই হলের আবাসিক ছাত্রী ঊষা ইসলামের।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুলতানা রাজিয়া হলের ছবিও একই। ওই হলের আবাসিক শিক্ষার্থী তিথি বলেন, 'কল ছাড়লে ঘোলা পানি বের হয়। হুটহাট অসময়ে চলে যায় পানি।' নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেক শিক্ষার্থী বলেন, 'হলের চারটি ব্লকের মধ্যে দুটিতে পানি থাকে না বললেই চলে। মাঝে মাঝে দেখা যায় দিনে সাত-আট ঘণ্টা পানি থাকে না। যখন পানি আসে পুরোটাই ময়লা পানি। পানিতে থাকে বালু। হাতে পানি নিলে মনে হয় বালু দিয়ে হাত ধুচ্ছি। এ রকম পানির সমস্যা, অথচ আমাদের ব্লকের পানির জন্য দুটি ট্যাংকের দুটিই নষ্ট, সারাক্ষণ পানি পড়ে। হলের আরো কয়েকটা ট্যাংক থেকে এমন পানি অপচয় হয় আর আমরা পানির কষ্টে মরি। অনেকবার হল প্রশাসনকে বলেছি; কিন্তু কোনো কাজ হয় না। শুধু বলে একটু ধৈর্য ধরো!'

তাপসী রাবেয়া হলের ছাত্রী শ্রেয়সী শ্রেয়া ও স্মৃতি বিশ্বাস বলেন, 'ট্যাপের পানিতে বালু, পোকা আর দানাদার জাতীয় ময়লা পানি আসে, যা কেউ ব্যবহার করতে পারে না।'

সদ্য নির্মিত বেগম রোকেয়া হলের পানির সংকট না থাকলেও ওই হলের ছাত্রী শান্তা ইসলাম বলেন, 'সরবরাহ করা গোসলের পানিতে লালচে রং, আয়রন এবং বালু আসে। আয়রনের কারণে চুল পড়া ও পানি ব্যবহারে শরীর চুলকায়।'

পানি সমস্যা আছে ছাত্রদের আবাসিক হলেও। সম্প্রতি ঈশা খাঁ হলে তিন দিন ধরে পানি সরবরাহ বন্ধ থাকায় ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাও করে আবাসিক শিক্ষার্থীরা। তারা বলে, পানি মাঝেমধ্যে এলেও ময়লা ও ঘোলার কারণে তা ব্যবহার উপযোগী নয়। পানি সরবরাহ বন্ধ থাকলে ঈশা খাঁ লেকের ময়লা পানিতে গোসল করতে হয় বলে অভিযোগ করে হলের আবাসিক শিক্ষার্থীরা।

শহীদ নাজমুল আহসান হলের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আমিন বলেন, 'আমরা প্রতিদিনই পানির সমস্যায় জর্জরিত। ময়লা পানিতে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু থাকায় আমাদের রোগ লেগেই আছে।'

হোসেন সোহরাওয়ার্দী হলের শিক্ষার্থী জাহিদুল হাসান বলেন, 'মাঝে মাঝে ট্যাপে খুবই অপরিষ্কার পানি আসে, যা ব্যবহার অনুপযোগী।' ময়লা পানির সমস্যাটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হল, শহীদ জামাল হোসেন, শহীদ শামসুল হক হলসহ প্রায় সব হলেই কমবেশি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা হলের কর্মচারীদের গাফিলতিকেই দায়ী করেছে। নিয়মিত পানির ট্যাংক পরিষ্কার রাখার দাবি জানায় তারা।

অভিযোগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সরবরাহ বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান বলেন, একটি পাম্প নষ্ট হওয়ায় সমস্যাটি হয়েছিল। এখন পানির কোনো সমস্যা নেই। ময়লা, বালু, আয়রন পানির বিষয়ে তিনি বলেন, এগুলো ট্যাংক থেকে আসছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর